নেটে ‘অশ্বিন-জাদেজা’ খেলে প্রস্তুতি স্মিথদের

অসুস্থ শুভমানকে ঘিরে অনিশ্চয়তা, বিকল্প তৈরি রাখা হচ্ছে ঈশানকে

অস্ট্রেলিয়া-যুদ্ধের আগে খোশমেজাজে রোহিত-শ্রেয়সরা।—পিটিআই

রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায়
চেন্নাই

৬ অক্টোবর: বাহ্যিক বেশভূষা আর সৌন্দর্যায়ন অনুপাতে ভারতবর্ষের চেন্নাই শহরের পরিবর্তন ঘটেছে প্রভূত। মেট্রো লাইন আগমনের পর। বছর কয়েক আগেও এয়ারপোর্টে নামলে শহর অভিমুখী যানজটের এক ‘অজগর সাপ’ ওঁত পেতে থাকত। অফিস-কাছারির সময়ের পাল্লায় পড়লে আরও গেল। ঘণ্টা দেড়েকের নিশ্চলতা পর্যটকের সঙ্গী তখন নিঃসন্দেহে। বর্তমান চেন্নাই, মেট্রো রেলের চেন্নাই, সে তুলনায় অনেক বেশি মসৃণ, অনেক বেশি সুশোভন। যানবাহনের জট ছড়িয়ে এখনও থাকে বটে, তবে তা বিক্ষিপ্ত।

রোববার পূর্ববর্তী দাক্ষিণাত্যের এ শহরের অস্থায়ী ভারতীয় সংসার দেখলে, কেন কে জানে বারেবারে পুরনো চেন্নাই মনে পড়ছে। অগোছালো। অবিন্যস্ত। আর পুরোটাই আচম্বিত। শরতের নীল আকাশ যে দুনিয়ায় আর নেই, বরং শঙ্কার এক কালো মেঘ যেন আকাশকে গ্রাস করছে ধীরে-ধীরে।

প্রিন্স অসুস্থ। রাজপুত্রের শরীর ভাল নেই। রবিবাসরীয় চিপকে প্রিন্স অনিশ্চিত। প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রাজপুত্র নামবেন কি না, কেউ জানে না!

অধুনা ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স বা রাজপুত্র কে, সহজেই অনুমেয়। তবু বলি, শুভমান গিল। যাঁর নাকি ডেঙ্গু হয়েছে। যাঁর রবিবারের চিপকে নামা ঘোর অনিশ্চিত।

সন্ধে ছ’টা নাগাদ চিপক প্রেস কনফারেন্স রুমে ঢোকার সময় ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড়রের মুখটা কিছুটা বিবর্ণ দেখাল। স্বাভাবিক। শুক্রবার সকাল থেকে গোটা দেশ জেনে গিয়েছে শুভমানের অসুস্থতার খবর, নতুন টিম কম্বিনেশন নিয়ে ক্রিকেট জনতার ‘মানসাঙ্ক’ ক্রমশ বাড়ছে, বিশ্বযুদ্ধে নামার আগে কোন কোচেরই বা এ সমস্ত ভাল লাগে? তা, দ্রাবিড় ‘ডেঙ্গু’ শব্দটা বললেন না। বললেন যে, শুভমানের শরীর গতকালের চেয়ে উন্নত। ছত্রিশ ঘণ্টা সময় আছে। টিমের ডাক্তার-বদ্যিরা দেখছেন। সময় মতো দেখা যাবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, এ হেন আষাঢ়ে আশাকে খড়কুটো করে লাভ কী? ডেঙ্গু রোগী তো আর তিন-চার দিনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে না। কিন্তু ভারতীয় টিমের ‘দ্রোণাচার্য’-কে দোষও দেওয়া যায় না। আজ থেকে ষোলো বছর আগে যে বিশ্বকাপে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন দ্রাবিড়, তা বিষাদের বিশ্বকাপ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে দেশের ক্রিকেটে। ২০০৭ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপের সন্তাপ কে-ই বা ভুলেছে এখনও? বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায় যে রোজ-রোজ ঘটে না! সে দিনের ক্যাপ্টেন দ্রাবিড় আজ ষোলো বছর পর কোচ। জাতীয় কোচ। এবং ফের এক কাপ অভিযানে নামার আগে কেমন এক বেয়াড়া অস্বস্তি এসে উপস্থিত হল! অ্যাদ্দিন কিছু হয়নি, কিছু না। ভারত বাদে সব টিমের হয়েছে কিছু না কিছু। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড। নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। শ্রীলঙ্কার হাসারাঙ্গা। দক্ষিণ আফ্রিকার আনরিখ নখিয়া। পাকিস্তানের নাসিম শাহ। বড়-সেজ-মেজ-ছোট চোটের পাল্লায় প্রত্যেকে পড়েছেন। আর শেষমেশ কারও সম্পূর্ণ, কারও বা অর্ধেক বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না। শান্তির জল শুধু বর্ষিত হচ্ছিল ভারতের উপর। এবার হঠাৎ সেটাও বন্ধ! শুভমান নেই, রোববার চিপকে স্টার্ক-কামিন্স-হ্যাজেলউডের ‘হলাহল’ এবার শুরুতে রোহিতের সঙ্গে সামলাবে কে?

ঈশান কিষাণকে বিকল্প বন্দোবস্ত হিসেবে তৈরি রাখা হচ্ছে। এ দিন তার জোরালো প্রয়াস-প্রস্তুতিও নিতে দেখা গেল দ্রাবিড়ের ভারতকে। নেট সেশনের গোড়াতেই ঈশানকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ব্যাট করতে। লম্বা সময় ব্যাটিংও করলেন ঝাড়খণ্ডী। ঈশান খেললে, শ্রেয়স-রাহুল পরপর চার আর পাঁচে যাবেন। কিন্তু শ্রেয়স নিয়েও টিম ম্যানেজমেন্টের মৃদু আশঙ্কা আছে বোধহয়। অন্তত বৃহস্পতি ও শুক্রবার, টিমের নেট সেশন তাই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গতকাল দ্রাবিড় আর এ দিন রোহিত— টানা পড়ে থাকলেন শ্রেয়স নিয়ে। সরি, তাঁর শর্ট বল খেলার টেকনিক মেরামত নিয়ে। পুল শটের সময় ব্যাট কোথা থেকে নামবে, চোখ তখন কোথায় থাকবে, হাতেগরম দেখিয়ে দেওয়া হল। শর্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে শ্রেয়সের যে চোরা দুর্বলতা আছে, সর্বজনবিদিত। ধরে রাখা যায়, রবিবারেও স্টার্ক-কামিন্সরা শর্ট বোলিং করেই অভ্যর্থনা জানাবেন নাইট অধিনায়ককে। তাই এ হেন রগড়ানির আয়োজন। যার পর রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে, আচমকা ঝটকায় ঈষৎ বেসামাল ভারতকে আবার টেনেটুনে দাঁড় করাতে পারেন দু’জন। বিরাট কোহলি। যাঁকে নেটে অসম্ভব ক্ষুধার্ত দেখাল। কে জানে, গত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে একই প্রতিপক্ষের কাছে হারের দহন জ্বালা রাজা কোহলিকে এখনও দগ্ধ করছে কি না? আর দ্বিতীয় জন, রবিচন্দ্রন অশ্বিন। রবীন্দ্র জাদেজাকে সঙ্গী করে যে দুই চিপকের স্লো টার্নারে কাঁদিয়ে ছাড়তে পারেন ডেভিড ওয়ার্নারদের! চিপক অশ্বিনের আশৈশবের মাঠ। চিপক আবার জাদেজার কাছে আইপিএলের ঘরের মাঠ।

রোহিতের ক্লাসে শ্রেয়স

আর সব জেনেবুঝেই বোঝহয়, প্রাণান্ত চেষ্টা করছে অস্ট্রেলিয়া। গত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির সময় অশ্বিনের ‘ডুপ্লিকেট’ মহেশ পিথিয়াকে নেটে খেলে তৈরি হয়েছিল তারা। তা সেই মহেশ এবার অস্ট্রেলীয় প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় তামিলনাড়ুরই দুই ভূমিপুত্র ভি আকাশ এবং বেনি হিনকে বিশ্বকাপের নেটে নিয়ে এসেছেন স্মিথরা! আকাশ অশ্বিনের অ্যাকশনেই বল করেন। বেনির বোলিং আবার রবীন্দ্র জাদেজার ধাঁচের (বেনির বোলিংয়ের সামনে একাধিকবার পর্যদুস্তও হলেন ওয়ার্নার-ম্যাক্সওয়েলরা)। অস্ট্রেলিয়া ট্রেনিং পর্ব চুকেবুকে যাওয়ার পর অশ্বিনের গুণমুগ্ধ আকাশ বলছিলেন যে, তাঁকে পরের পর ‘ফ্ল্যাটার’ করতে বলছিলেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটাররা। আর বেনিকে বলা হয়, স্টাম্প টু স্টাম্প বোলিং করতে। জাদেজা যেমন করেন!

চলুক, চলুক। ক্ষতি কী, এ সমস্ত চালাক না অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু আখেরে তাতে লাভ হবে তো?

অস্ট্রেলিয়ার বড় ভরসা ওয়ার্নার। —দেবাশিস সেন

ছেলের বিশ্বকাপ-ডাক পরিশ্রমের পুরস্কার, বলছেন গর্বিত পিতা

অশ্বিন-ইন্দ্রজালের নেপথ্যে ইঞ্জিনিয়াররাও

রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায়
চেন্নাই

৬ অক্টোবর: চেন্নাইয়ে এলে রবিচন্দ্রন অশ্বিন নিয়ে লেখার বিষয় কিছু না কিছু পাওয়া যায়। ঠিক পাওয়া যায়।

লাল চেক শার্ট আর ঢোলা ট্রাউজার্সে যে ভদ্রলোককে শুক্রবার দ্বিপ্রাহরিক চিপকে আবিষ্কার করা গেল, আপাত দর্শনে তিনি বড় ছাপোষা। হাতে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট ধরা। তাতে রোববারের ভারত-অস্ট্রেলিয়া মহাযুদ্ধের গোটা কয়েক মহার্ঘ্য টিকিট। ভদ্রলোক বলছিলেন যে, রোববার তাঁর কন্যা মাঠে আসতে পারবেন না। তাই ঠিক করেছেন, স্ত্রী চিত্রাকে নিয়ে আসবেন। আসবেন, পুত্রের খেলা দেখতে।

পুত্রের নাম?

কেন, রবিচন্দ্রন অশ্বিন! আর ছাপোষা ভদ্রলোক— ভারতীয় অফস্পিনারের পিতা!

যিনি প্রবল আত্মবিমুখ, বাড়তি প্রচার এতটুকু চান না। লোকে তাঁর বাড়ি যাক, গিয়ে সাক্ষাৎকার নিক, বিশেষ পছন্দ নয়। শুধু তাই কী? চিপক স্টেডিয়াম থেকে বাড়ি ফেরার সময় ভদ্রলোক যে ‘অ্যাপ ক্যাব’-ও ধরতে চান না। বরং অটোর সঙ্গে দরদাম করে তাতে উঠে পড়েন!

আজ্ঞে হ্যাঁ, অটো! অশ্বিনের পিতা রবিচন্দ্রন এ দিন অটো চেপেই চিপক থেকে বাড়ি ফিরলেন!

নিঃসন্দেহে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেওয়ার মতো দৃশ্য। ভাবাই যায় না যে, ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অফস্পিনারের পিতা দামী বিএমডব্লিউ হাঁকিয়ে নয়, বরং অটো চেপে বাড়ি ফিরতে পছন্দ করেন! আর রবিচন্দ্রনের কথাবার্তাও তাঁর বেশভূষার মতোই, বড় সাদামাটা। ছেলের বিশ্বকাপ দলে থাকার কথা ছিল না প্রথমে। কিন্তু অক্ষর প্যাটেল চোট পেয়ে যাওয়ায়, দলে ঢুকে যান অশ্বিন। যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, অবিচল দেখায় তাঁর পিতা রবিচন্দ্রনকে। বলে ফেলেন, “সুযোগ পায়নি যখন, দারুণ যে ভেঙে পড়েছিলাম, তা নয়। আর পরে সুযোগ পাওয়াটা ঈশ্বরের কৃপা। দেখুন, আমার ছেলের কারও কাছে কিছু প্রমাণ করার নেই। ক্রিকেট এককালে আমিও খেলেছি। কিন্তু ক্রিকেট সেই পরিচিতি আমাকে দেয়নি, যা আমার সন্তানকে দিয়েছে। অশ্বিন যা পেয়েছে, নিজের পরিশ্রম করে পেয়েছে। বিশ্বকাপে ডাক পাওয়াও তাই।” কিন্তু ঘরের মাঠ অস্ট্রেলিয়া সমরের শরিক হতে পারবেন অশ্বিন? ভারতীয় দলের জার্সি পরে?

“পেলে পাবে। সুযোগ পেলে খেলবে। কিন্তু আমার ছেলে কী করল, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশের জয়,” আরও একবার সাদামাটা উত্তর আসে।

সাদামাটা জীবনযাপন তো স্বয়ং অশ্বিনেরও। অনেক কাজই তিনি নীরবে করে যান, যার খোঁজ কেউ পায় না সচরাচর। এই যেমন চেন্নাইয়ের যে ক্লাবের হয়ে ক্লাব ক্রিকেট খেলেন-টেলেন অশ্বিন, সেই এমআরসি-এ ক্লাবে যে নিজ উদ্যোগে স্কাউট টিম বসিয়েছেন, নির্বাচক কমিটি বসিয়েছেন, জানত ক’জন? মোটরে চল্লিশ মিনিট তফাতের দু’টো জায়গার দেখভালের অলিখিত দায়ভার অশ্বিন নিয়ে রেখেছেন বলে শোনা গেল। ‘জেন নেক্সট’ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। যেখানে ভারতীয় অফস্পিনার প্রায়শই চলে যান। পর্যাপ্ত সময় দিয়ে লালন-পালন করেন ভবিষ্যতের অশ্বিনদের। আর দ্বিতীয়টা, পূর্বেই লেখা হল। এমআরসি-এ ক্রিকেট ক্লাব। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে নামার আগে যে ক্লাবের হয়ে নেমে পড়েছিলেন অশ্বিন। ম্যাচ প্র্যাকটিস পেতে।

আর অশ্বিনের এই দুই বিচরণ-ভূমির শাখা-প্রশাখায় তাঁকে নিয়ে কতই না গল্প লুকিয়ে রয়েছে! অশ্বিন যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র, এতদিনে সর্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি যে নিজেও তিন-চার জনের চলমান এক ইঞ্জিনিয়ারিং দল রাখেন, কে জানত! যাঁদের কাজ হল, অশ্বিনকে তাঁর বিপক্ষ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান। অর্থাৎ, মারনাস লাবুশেন চার ওভারের মাথায় কোন শট খেলেন, আর দশ ওভারের মাথায় কোনটা— সব। অ্যাকাডেমির সাপোর্ট স্টাফ রাজামানিই বলছিলেন যে, “এ সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের দিন দু’য়েক সময় থাকে। তার মধ্যে ফিডব্যাক দিতে হয় অশ্বিনকে। তার পর নেটে নামে অশ্বিন। স্মার্ট ক্রিকেটার ওকে এমনি এমনি বলা হয় না।”

কী বুঝলেন?

লিখলাম না, চেন্নাইয়ে এলে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে নিয়ে কিছু না কিছু লেখার বিষয় পাওয়া যায়। ঠিক পাওয়া যায়!

প্র্যাকটিসে রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ফুরফুরে বিরাট কোহলি।

অস্ট্রেলিয়া মহাযুদ্ধের আগে সৌরভের বার্তা

‘প্রথম দলে অশ্বিনের সঙ্গে সামিকেও দরকার’

রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায়
চেন্নাই

৬ অক্টোবর: প্রখর ক্রিকেটবোধ আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজও অদ্বিতীয়। গোয়েন্দাগিরিতে একটা বহুল প্রচারিত এক শব্দ আছে— ডিডাকশন। নিগুঢ় অর্থ হল, যা তুমি দেখছ, শুনছো, তার অনুপাতে তোমার বিচার, তোমার রায়। আর তাতে তুমি কতটা নিখুঁত, কতটা নির্ভুল, তার উপর নির্ভর করে তোমার দর! সময়-সময় মনে হয়, ক্রিকেটীয় ‘ডিডাকশনে’ বঙ্গসন্তান প্রদোষ মিত্তিরের সমতুল্য বিশেষ। মন-মেজাজ প্রসন্ন থাকলে যা বলেন-টলেন, যে নিদান দেন, লিখে রাখার মতো। অক্ষরে-অক্ষরে যা অনুসরণ করলেই চলবে। আলাদা করে কোচের প্রয়োজন পড়ে না!

এই যেমন, রোববারের চিপকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া মহাযুদ্ধ নিয়ে যে নিদান দিলেন। সেই মহাযুদ্ধের প্রেক্ষিতে যা যা বললেন। যতই দেশের মাটিতে গত সিরিজে হলুদ জার্সিধারীদের রোহিত শর্মারা দাবড়ে দিন, বিশ্বজয়-অভিযানের প্রচ্ছদে কে আর শখ করে তাদের খেলতে চায়? আহা, স্টিভ ওয়ার না হোক, রিকি পন্টিংয়ের না হোক, দেশটার নাম অস্ট্রেলিয়া তো! ওয়ান ডে ক্রিকেটে পাঁচ বারের বিশ্বজয়ী তো! আসমুদ্রহিমাচলের হৃদয় কাঁপবে না এরপর? আশঙ্কার তড়িৎপ্রবাহ বইবে না? সৌরভ, স্টিভ-পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়ার মহড়া নেওয়া ভারত অধিনায়ক, ক্রিকেটজীবনে ও সমস্ত নেকুপুষু আশঙ্কার আশপাশ দিয়ে যাননি কখনও, এখনও যান না। “আরে, বিশ্বকাপে কি দ্বিতীয় ডিভিশনের টিম পাওয়া যাবে নাকি? বিশ্বকাপে সব টিমই ভাল, সব টিমই তৈরি। আজ না হোক কাল, খেলতে তো হবে অস্ট্রেলিয়াকে,” ফুৎকারে প্রশ্ন উড়িয়ে বরং ‘দাওয়াই’ লিখতে বসে যান। লিখে ফেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনের নাম। বলে ফেলেন, মহম্মদ সামির নাম।

রবিবাসরীয় চিপকে ভারত কোন টিম নামাবে, সময় বলবে। কিন্তু সৌরভ বলছেন, এই দু’জনকে রাখতে। ফার্স্ট ইলেভেনে। “অশ্বিন খেললে টিমে বৈচিত্র বাড়বে। মনে রাখা দরকার যে, অস্ট্রেলিয়া টিমে জনা কয়েক বাঁ হাতি ব্যাটার আছে। ডেভিড ওয়ার্নার। অ্যালেক্স ক্যারি। তা ছাড়া স্টিভ স্মিথ কিংবা মারনাস লাবুশেনকেও বিপাকে ফেলার ক্ষমতা রাখে অশ্বিন। আর পেসারদের মধ্যে সামি মাস্ট। মাস্ট মানে, মাস্ট। তিন পেসার খেলালে, বুমরা-সিরাজের সঙ্গে সামি। চতুর্থ পেসার হিসেবে হার্দিক থাকবে,” এক নিঃশ্বাসে বলে যান প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

> টিমটা একদম ঠিক সময়ে ছন্দে ফিরেছে। এশিয়া কাপ জিতল। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ জিতল। ভাল অধিনায়কত্ব করছে রোহিত। বুমরা পুরো ফিট হয়ে গিয়েছে। সিরাজ ফর্মে আছে। তবে ব্যাটারদের রান করতে হবে। বিরাট-রোহিতরা রান করলে, ভারতকে থামানো কঠিন হবে।
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

নিঃসন্দেহে, ‘মাস্ট’। অশ্বিন-সামি— দু’জনেই ‘মাস্ট’। কিন্তু হালফিল ইতিহাস আবার বলে, অবিচার এই দুইয়ের সঙ্গেই অধিকাংশ সময় হয়েছে। সামিকে এশিয়া কাপে প্রায় খেলানোই হয়নি। যতই ফাইনালে লঙ্কাকাণ্ড করে ভারত এশিয়া-জয়ীর রাজতিলক পরুক। আর অশ্বিন! অক্ষর প্যাটেলের না লেগে গেলে চিপকের ভিআইপি বক্সে বসে খেলা দেখতে হত!

আড্ডায় বুমরা- সিরাজরা। —পিটিআই

আপাত-দৃষ্টিতে সৌরভের মনে হয়, ভারত ভাল পারফর্ম করবে বিশ্বকাপে। রোহিত শর্মারাই তাঁর ফেভারিট। যুক্তিও দেন যথাযথ। বলে দেন, “টিমটা একদম ঠিক সময়ে ছন্দে ফিরেছে। এশিয়া কাপ জিতল। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ জিতল। ভাল অধিনায়কত্ব করছে রোহিত। বুমরা পুরো ফিট হয়ে গিয়েছে। সিরাজ ফর্মে আছে। তবে ব্যাটারদের রান করতে হবে। বিরাট-রোহিতরা রান করলে, ভারতকে থামানো কঠিন হবে।” সমান্তরাল ভাবে বিশ্বকাপের গুরুত্ব নিয়ে বলেন। এই বিশ্বকাপ একদিকে যেমন ওয়ান ডে ক্রিকেটের অস্তিত্বরক্ষার অগ্নিপরীক্ষা, ঠিক তেমন অধুনা বিশ্বক্রিকেটের ‘ফ্যাব ফাইভ’-এর চার জনের সম্ভাব্য শেষও বটে। বাবর আজম খেলবেন পরের বিশ্বকাপ। কিন্তু বিরাট কোহলি, কেন উইলিয়ামসন, জো রুট কিংবা স্টিভ স্মিথ—এঁরা চার বছর আর নামবেন কি? “কী সব প্লেয়ার এরা, তাই না?” অস্ফুটে বলে ফেলেন সৌরভ। সে ঠিক, কিন্তু এই পাঁচের মধ্যে এবার জিতবেন কে? “বিরাট ভাল করবে। আর বাবর। বাবরেরও ভাল করার সম্ভাবনা প্রবল।” বাবরের মতো বাবরের টিম নিয়েও যথেষ্ট সম্ভ্রমের ছোঁয়া পাওয়া যায় সৌরভের গলায়। যিনি বিশ্বাস করেন, আমেদাবাদে চাপে পড়লেও সার্বিক ভাবে বিশ্বকাপে ভাল করবে পাকিস্তান। তা সে যতই শাহিন শাহ আফ্রিদিরা দু’টো প্রস্তুতি ম্যাচেই ধরাশায়ী হন। যতই নাসিম শাহ না থাকুন। “আমেদাবাদে এক লক্ষ লোকের সমর্থনের চাপ নিতে হবে পাকিস্তানকে। যা সহজ হবে না। কিন্তু তার পরেও ওরা ভাল টিম। আমার মতে, ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া-ভারতের সঙ্গে ওরাও সেমিফাইনাল যাবে।” এবং বলতে-বলতে হঠাৎ সম্বিৎ ফেরে যেন, কোথা থেকে যেন মনে পড়ে চিপক পিচ।

“পিচ কেমন হচ্ছে?” উৎসুক প্রশ্ন আসে।

চিপক সাধারণত ঘূর্ণি-বন্ধু হয় বলতে ছিটকে আসে এবার আশঙ্কা। সম্পূর্ণ কথোপকথনে প্রথম বারের মতো।

“না, না। টার্নার করা যাবে না। টার্নার হলে ঝামেলা আছে। অস্ট্রেলিয়ার স্পিনাররা কিন্তু মন্দ নয়। ব্যাটিং ট্র্যাক হলে বরং ভাল।”

আর টস জিতলে? ব্যাটিং না বোলিং?

“ব্যাটিং, ব্যাটিং। চেন্নাইয়ে অসম্ভব গরম।”

শুনবেন রোহিত? নেবেন পূর্বসূরির ‘মন্ত্রগুপ্তি’? নিলে ভাল। মানলে ভাল। পঞ্চাশ পেরিয়েও তো ভদ্রলোকের ক্রিকেট মেধার লয়-ক্ষয় ঘটেনি এখনও, শ্রদ্ধায় বিশ্ব এখনও নতজানু হয় তাঁর তিন অক্ষরের পদবী শুনলে।

গাঙ্গুলি!

কাপ জিতে ১৬ বছর আগের যন্ত্রণা ভুলতে চাইছেন দ্রাবিড়

রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায় ● চেন্নাই

৬ অক্টোবর : তাঁর নামের আদ্যক্ষর আর মধ্য ও অন্ত্যের সঙ্গে মিলেমিশে আছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি। ‘রা’ অর্থাৎ রাহুল দ্রাবিড়, ‘চিন’ অর্থাৎ সচিন তেণ্ডুলকর। দু’য়ে মিলে রাচিন। কথা হচ্ছে, রাচিন রবীন্দ্রর। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মারকাটারি শতরানে নজর কেড়ে নিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ২৩ বছরের বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার। ডেভন কনওয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে দুরমুশ করেছেন। ৯৬ বলে ১২৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে মেরেছেন পাঁচ-পাঁচটি ছয়।

রাচিনের সেই ইনিংস দেখেছেন ভারতীয় দলের হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়। শুধু দেখেছেন বলা ভুল, মন্ত্রমুগ্ধ ভারতীয় ক্রিকেটের ‘দ্য ওয়াল’। নামের মতো মিলও কি খুঁজে পেলেন? সাংবাদিক সম্মেলনে এহেন প্রশ্নে আপাত গাম্ভীর্যের বর্ম ভেদ করে ধরা দিলেন রসিক রাহুল। মজা করে বললেন, “রাচিন অসাধারণ ব্যাট করেছে। তবে ওর পাঁচটা ছয় দেখে মনে হল, রাচিনের মধ্যে ‘রা’ কম, ‘চিন’টাই (শচীন) বেশি আছে।”

নয়ের দশকের ‘জ্যামি’ রাহুল থেকে ভারতীয় ক্রিকেটের ‘মিস্টার ডিপেন্ডবল’ হয়ে আজকে রোহিত শর্মাদের হেডস্যর। তাঁর প্রশিক্ষণে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলতে নামছে ‘টিম ইন্ডিয়া’। কিন্তু প্রচারের আলোয় থাকা যে দ্রাবিড়-বিরুদ্ধ। তাই বরাবরের মতো নিজেকে আড়ালে রেখে কোচ রাহুলের স্পষ্ট ঘোষণা, এটা রোহিতের ‘ভারত’। আরও বলেছেন, “খেলা শুরুর পর কোচের আর কোনও ভূমিকা থাকে না। তখন সেটা ক্যাপ্টেন্স টিম। তাকেই দায়িত্ব নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কোচ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব থাকে দলের সংগঠনে। যাতে প্লেয়াররা খোলামনে মাঠে পারফর্ম করতে পারে।” আর সেই দায়িত্ব পালনে আজ যে নিষ্ঠা ও সততার কোনও বিকল্প নেই, মনে করিয়ে দিয়েছেন দ্রাবিড়। বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলা কোচ রাহুল আবেগে ভাসতে নারাজ। তাই জয়ের জন্য ‘সেফ টোটাল’ কত হতে পারে, সেপ্রশ্ন মজার ছলে তাঁর উত্তর, “প্রতিপক্ষের চেয়ে একরান বেশি।”

বিশ্বকাপের উদ্বোধনে ফাঁকা গ্যালারির তিক্ত স্বাদ পেয়েছে ক্রিকেটবিশ্ব। যা আভাস দিয়ে গিয়েছে ওয়ান ডে ক্রিকেট এবং বিশ্বকাপ - দ্বিবিধের অন্তর্জলী যাত্রার। দ্রাবিড় অবশ্য এখনই বিচারের কর্কশ বাণী শোনাতে নারাজ। “ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ৫০ ওভারের ফরম্যাটের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। এশিয়া কাপ ফাইনালে সিরাজের পারফরম্যান্স দেখুন, সেটা কিন্তু টি-টোয়েন্টি সম্ভব নয়। যাবতীয় সংশয় কাটিয়ে এই ফরম্যাট যদি এগিয়ে যায়, তাহলে বেশি খুশি হব”, দ্রাবিড়ের স্বরে সেই ‘ডিপেন্ডবল’ সুর।

ষোলো বছর আগে এক বিশ্বকাপ একরাশ যন্ত্রণা উপহার দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের। ২০০৭-এর সেই কাপ-যুদ্ধে ভারতের নেতা ছিলেন দ্রাবিড়। সেই অতীত আর মনে করতে চান না কোচ রাহুল। তাঁর ভাবনায় শুধুই কোহলিদের কাপ-যুদ্ধের প্রস্তুতি।

সত্যি তো। রোহিতের হাতে বিশ্বকাপ উঠলে জিতে তো যাবেন কোচ দ্রাবিড়ও। শাপমুক্তি ঘটবে ষোলো বছর আগের ‘ক্রিকেটার’ দ্রাবিড়ের।

আলোচনায় অধিনায়ক ও কোচ। রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড়।